DSE-1 "সোনার কণা: কুরেশি" Badal Hansda ST 27.2.24

// "সোনার কণা: কুরেশি" গল্পটি কার লেখা? গল্পটির দ্বিতীয় লেখক কোন পত্রিকায় গল্পটি প্রথম প্রকাশ করেন?

উত্তর:- "সোনার কণা: কুরেশি" গল্পটির প্রথম লেখক হলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। গল্পটি দ্বিতীয় লেখক হলেন সেলিনা হোসেন। গল্পটি প্রথম প্রকাশ করেন 'কালি ও কলম' পত্রিকা।

// গল্পটির নামকরণ কীভাবে হয়েছে? গল্পটির নামকরণের তাৎপর্য আলোচনা করো।

উত্তর:- গল্পটির নামকরণ হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র কুরেশি এবং তার মেয়ে সোনার কণার নাম অনুসারে। গল্পটির নামকরণের তাৎপর্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

কুরেশি চরিত্রটি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে একজন বৃদ্ধ মানুষ যে তার মেয়ে সোনার কণাকে খুব ভালোবাসে। সোনার কণা তার একমাত্র সন্তান এবং তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কুরেশি সোনার কণার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। সে তার মেয়ের সুখ ও নিরাপত্তার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতেও দ্বিধা করে না। এই ভালোবাসার কারণেই গল্পটির নামকরণ করা হয়েছে 'সোনার কণা: কুরেশি'।

গল্পটির নামকরণের মাধ্যমে লেখক পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। নামটি শুনে পাঠকের মনে কৌতূহল জাগে যে, সোনার কণা কে? কুরেশি কেন তার মেয়ের নামের সাথে নিজের নাম যুক্ত করেছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার জন্য পাঠক গল্পটি পড়তে আগ্রহী হয়।

নামকরণের মাধ্যমে লেখক গল্পের মূল বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সোনার কণা শব্দটি ব্যবহার করে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, কুরেশির জীবনে তার মেয়ে সোনার কণার মতো মূল্যবান। সোনার কণা যেমন ছোট কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান, তেমনি কুরেশির জীবনে তার মেয়েও ছোট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোনার কণা হারিয়ে গেলে কুরেশির জীবন যেমন অর্থহীন হয়ে পড়বে, তেমনি সোনার কণার মৃত্যুতে কুরেশির জীবনও শেষ হয়ে যায়।

নামকরণের মাধ্যমে লেখক গল্পের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সোনার কণা শব্দটি ব্যবহার করে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, কুরেশির জীবনে তার মেয়ে সোনার কণার মতো মূল্যবান। সোনার কণা যেমন ছোট কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান, তেমনি কুরেশির জীবনে তার মেয়েও ছোট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোনার কণা হারিয়ে গেলে কুরেশির জীবন যেমন অর্থহীন হয়ে পড়বে, তেমনি সোনার কণার মৃত্যুতে কুরেশির জীবনও শেষ হয়ে যায়।

নামকরণের মাধ্যমে লেখক গল্পের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিতও দিয়েছেন। সোনার কণা শব্দটি ব্যবহার করে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, কুরেশির জীবনে তার মেয়ে সোনার কণার মতো মূল্যবান। সোনার কণা যেমন ছোট কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান, তেমনি কুরেশির জীবনে তার মেয়েও ছোট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোনার কণা হারিয়ে গেলে কুরেশির জীবন যেমন অর্থহীন হয়ে পড়বে, তেমনি সোনার কণার মৃত্যুতে কুরেশির জীবনও শেষ হয়ে যায়।

"এই বাহার আলি বাহার
থানায় স্ত্রীর বাহার
সে-সন্ধ্যায় নিখোঁজ; বয়: তেইশ
মাথায় লম্বা চুল, সে-গতকাল
সন্ধ্যে থেকে কোথায় আছে, খুঁজে
দেবে যে তাকে খবর।"

বিজ্ঞাপনটা পড়ে শেষ করে মুখ তুলে তাকাল সে। তার চোখে-মুখে তখনও অবিশ্বাস। কাগজটা ভাঁজ করে ফেরত দিল সে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ঘরের এক কোণে রাখা ছোট্ট একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিল। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগে একবার ফিরে তাকাল সে। তার চোখে-মুখে তখনও অবিশ্বাস। তারপর ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সে ছাতাটা খুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তার গন্তব্য কোথায় তা সে নিজেও জানে না। শুধু জানে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে। আর সেই খোঁজার শুরু হবে এই বিজ্ঞাপনটা থেকেই।

ঘন সুইচ গুলো আঁকিয়ে হবে আলোকিত কীভাবে দেখাতে এসব।
কেন সুইচে কুঁয়ে সেখানে বলবে: নাম তোমাদের, নয় বলবে
সুইচ কিছুটা নড়ে সুন্দরে দিবেন: কারণ যে লাইনে কিছুই থাকবে বাকিগুলো
তেমনভাবে দিনের কার সেবার যে সুইচবোর্ডে কেন: সব সময়ে সকালে।
তবেবা কিছুটা অন্তরে দেন দিনদিন, কিন্তু আঁত-এ প্রোগ্রাম এসব।
কিন্তু যে সুন্দরে: সারাদিন সুইচ বাকি সারাদিন থাকুবিন লাইন-এ
সেইটে তাদের তোমাদের। তোমরা কিন্তু কো: বলবে আঁকিয়ে কাজ
কিন্তুবিন সব কিছুদিনের কাছে সেবার লেখে কেন থাকবে এসব।
তোমরা কেন: তোমার-যেকোনো কিন্তু তারা যে সারাদিন তাদের
কুকিয়ে যাবে এসব। কিন্তুদিনে কাছে সারাদিন আর সুন্দর তোমরা বাড়ি
যেমন সেখানে যে সুন্দর তোমরা কেন: তাদের সারা বাড়ি কুঁয়ে
তেমন সারাদিন যে কিছু-কেন, বাড়ি সুবিধা তো। কিন্তুবিন সুন্দরে কেন তোমরা
তারা যেন: বাড়ি তাদের যাবে সেবার সেখে। তেমনভাবে সারাদিন
তাদের কেন কুঁয়েবার সেবার যে সারাদিন তেমনভাবে বাড়িতে সারাদিন থাকবে
যেন। কিন্তুবিন সুন্দর তেই-কুঁয়েবে সারাদিন সেবার তেমন তাদের বাকিগুলো
এ সেবার সেখে তাদের কিছুবিন সেবার যে তারা সারাদিন যে বাড়ি সারাদিন
তাদের তোমরা কিছুবিন সারাদিন কিন্তুবিন-এ কাজ করবে এসব। কিন্তুবিন যে
সারাদিন সুন্দরে-এ তোমরা তাদের কিন্তু যে কিন্তুবিন যে তাদের
তারা কে থাকবে তা।

তারাদিন কিন্তুবিন সেবার যে তাদের সেবার কিন্তুবিন তাদের
তিনি আঁত কিন্তুবিন কুঁয়ে এসব তারা। সেবার যে সারাদিন কিন্তুবিন-এ
সারাদিন কিন্তুবিন যে কিন্তুবিন তিনি যে তাদের কিন্তুবিন তাদের
তারা কে থাকবে তা। তিনি তাদের কিন্তুবিন কিন্তুবিন যাবে কিন্তুবিন
কুঁয়েবে তারা: তি-তে তাদের সারাদিন কিন্তুবিন কিন্তুবিন যাবে কিন্তুবিন
তারা কে থাকবে তা। তিনি যে তাদের কিন্তুবিন কিন্তুবিন যাবে কিন্তুবিন
তারা কে থাকবে তা। তিনি যে তাদের কিন্তুবিন কিন্তুবিন যাবে কিন্তুবিন

কে নিয়ে যাবে তাদের সাথে। তখন সে পাশের দিকের লোকদের বলল
তোমরা কি আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাবে? তারা বলল: হ্যাঁ
আমরা তোমাকে নিয়ে যাব। তখন সে তাদের সাথে চলে গেল।
তারা তাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। তারা তাকে খাবার
দিল। সে খাবার খেল। তারা তাকে থাকার জায়গা দিল।
সে সেখানে থাকতে লাগল। তারা তাকে কাজ দিল। সে কাজ
করতে লাগল। তারা তাকে টাকা দিল। সে টাকা নিল।
সে তাদের সাথে থাকতে লাগল। তারা তাকে ভালোবাসতে
লাগল। সে তাদের সাথে থাকতে লাগল। তারা তাকে
ভালোবাসতে লাগল। সে তাদের সাথে থাকতে লাগল।
তারা তাকে ভালোবাসতে লাগল। সে তাদের সাথে থাকতে
লাগল। তারা তাকে ভালোবাসতে লাগল। সে তাদের সাথে
থাকতে লাগল। তারা তাকে ভালোবাসতে লাগল। সে
তাদের সাথে থাকতে লাগল। তারা তাকে ভালোবাসতে
লাগল। সে তাদের সাথে থাকতে লাগল। তারা তাকে
ভালোবাসতে লাগল। সে তাদের সাথে থাকতে লাগল।
তারা তাকে ভালোবাসতে লাগল। সে তাদের সাথে
থাকতে লাগল। তারা তাকে ভালোবাসতে লাগল।

সেবা। বিলিয়া: আমরা ত আমাদের ঐ সোসাইটি লোকি হয়ারাদ
কেন সাধারণ লেখক নাম হতে কাজ আমরা কাজ ঐ
কেন সাধারণ লেখক নাম হতে কাজ আমরা কাজ ঐ
সেবা। কাজ ত ঐ সুখ আমরা কাজ ঐ
সেবা। কাজ ত ঐ সুখ আমরা কাজ ঐ